রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২৫, ২০১৬

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৫ জুলাই, ২০১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১০ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

## বা. জা. স. বিল নং ৩৪/২০১৬

## Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহের উন্নয়নের অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অনুদান" অর্থ গ্রহীতা কর্তৃক সরকার বা স্থানীয় ও বৈদেশিক দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও মঞ্জুরী, যাহা দাতা সংস্থাকে ফেরতযোগ্য নহে;


মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

(খ) "ঋণ" অর্থ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে নীতিমালা বা কোন চুক্তির আওতায় আর্থিক বা মূল্যবান কোন জিনিস বিনিময়, যাহা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে সুদ-আসলে ফেরত প্রদানযোগ্য;

(গ) "ঋণ গ্রহীতা" অর্থ এই আইনের অধীন করপোরেশনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা ব্যক্তি- শ্রেণি, নিগমবদ্ধ হউক (incorporated) বা না হউক, এবং অনুরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারী বা স্বত্বনিয়োগী (assignee);

(ঘ) "করপোরেশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন;

(ঙ) "কুটির শিল্প" অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কুটির শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, তবে শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধীন কোন কারখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(চ) "ক্ষুদ্র শিল্প" অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীনে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, তবে শ্রম আইন, তবে শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধীন কোন কারখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ছ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(জ) "তফসিলভুক্ত ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোন scheduled bank;

(ঝ) "নীতিমালা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত নীতিমালা;

(ঞ) "পরিচালক" অর্থ বোর্ডের কোন পরিচালক;

(ট) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ড) "বোর্ড" অর্থ করপোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(ঢ) "মাইক্রো শিল্প" অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মাইক্রো শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, তবে শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধীন কোন কারখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ণ) "মাঝারি শিল্প" অর্থ শিল্পনীতির আলোকে এই আইনের অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মাঝারি শিল্প হিসাবে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, তবে শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধীন কোন কারখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ত) "শিল্পনীতি" অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্পনীতি; এবং

(থ) "সহযোগী প্রতিষ্ঠান" অর্থ ধারা ২১ এ উল্লিখিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

৩। **করপোরেশন প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) করপোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর, উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ব্যবস্থাপনা**।—(১) কর্পোরেশনের সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন এবং উহার কার্যাবলী একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্পোরেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সেবামূলক, সহায়ক ও পোষক সংস্থা হিসাবে কার্যাবলী সম্পাদন করিবে এবং বিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

**৫। বোর্ড গঠন**।—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাতজন সদস্যের সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।

৬। **পরিচালকগণের মেয়াদ**।—প্রত্যেক পরিচালক—

(ক) করপোরেশনের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) বোর্ড, প্রবিধান দ্বারা, যেরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিবে, পরিচালনা বোর্ড সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবে;

(গ) দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে, করপোরেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাবলিক কোম্পানী ব্যতীত, অন্য যে কোন করপোরেশন, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের পদ বা প্রাপ্ত স্বার্থ ত্যাগ করিবেন;

(ঘ) ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক মেয়াদে পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করিবেন।

৭। **চেয়ারম্যান**।—**(১)** সরকার পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করিবে, যিনি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) পরিচালক হিসাবে পদে বহাল থাকা সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান তিন বৎসর মেয়াদে স্ব-পদে বহাল থাকিবেন এবং পূর্বোক্ত শর্তাধীন, তাহার উত্তরসূরী নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং পূর্বোক্ত শর্তাধীন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

৮। **অর্থ পরিচালক**।—সরকার পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে অর্থ-পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করিবে, যিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **পরিচালকগণের অযোগ্যতা**।—(১) কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না বা পরিচালক হিসাবে থাকিবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) যে কোন সময় নৈতিক স্খলনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন বা হইয়া থাকেন;

(গ) যে কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন বা হইয়া থাকেন;

(ঘ) উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ হন;

(ঙ) যে কোন সময় প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগের অযোগ্য হন বা অযোগ্য হইয়া থাকেন, অথবা চাকরি হইতে বরখাস্ত হন; বা

(চ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন।

(২)। সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান অথবা কোন পরিচালককে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন, অথবা সরকারের মতে, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(খ) সরকারের মতে, চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে তাহার পদের অপব্যবহার করিয়াছেন;

(গ) জ্ঞাতসারে, সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অথবা অংশীদারের মাধ্যমে, অথবা করপোরেশনের সহিত, দ্বারা বা পক্ষে, সম্পাদিত কোন চুক্তি বা দায়িত্ব পালনকালে কোন শেয়ার বা স্বার্থ অথবা, তাহার জানামতে, করপোরেশনের পরিচালনার ফলে সুবিধালাভ করিয়াছেন বা সুবিধালাভের সম্ভাবনা আছে এইরূপ কোন সম্পত্তি অর্জন করেন বা ধারণ করেন; বা

(ঘ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতিরেকে, পর পর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন, অথবা পরিচালকের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ছুটি মঞ্জুর ব্যতিরেকে, পর পর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

১০। **শূন্যতা, ইত্যাদির কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া**।—কেবল কোন পদে শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

১১। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) কর্পোরেশন উহার কর্মকাণ্ড দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, পরামর্শক, উপদেষ্টা এবং মামলা পরিচালনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন উপদেষ্টা ও প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ বা নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে করপোরেশন ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) করপোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি**।—করপোরেশন, আর্থিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে করপোরেশনের নিকট পেশকৃত কোন প্রকল্পের উপর, অথবা বোর্ড কর্তৃক কমিটির নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত অন্য কোন বিষয়ে, কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৩। **তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ**।—আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অথবা কমিটিকে অবহিত করা হইয়াছে এইরূপ কোন তথ্য, অনুরূপ আবেদনকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, কমিটির কোন সদস্য প্রকাশ করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৪। **বোর্ডের সভা**।—(১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিমাসে অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে কোন প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের সভায় কোন কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত কোরাম পূরণের জন্য কমপক্ষে তিনজন পরিচালকের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানসহ প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পরিচালক, এবং অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা না হইলে উপস্থিত পরিচালকগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীতে, অন্যান্য বিষয় উল্লেখপূর্বক, উপস্থিত পরিচালকগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ (record) করা হইবে, এবং উহা সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, এবং অনুরূপ বহি, যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে এবং বিনা খরচে, যে কোন পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১৫। **কার্যালয়**।—ঢাকায় করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় থাকিবে, তবে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসহ সমগ্র দেশে একাধিক কার্যালয় স্থাপন করা যাইবে।

১৬। **জমা হিসাব**।—করপোরেশন যে কোন অনুমোদিত তফসিলভুক্ত ব্যাংকে জমা হিসাব খুলিতে পারিবে।

১৭। **তহবিল বিনিয়োগ**।—করপোরেশন উহার তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত (securities) বা অন্য কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৮। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি**।—(১) করপোরেশন, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার চলতি মূলধন (working capital) সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করিতে পারিবে এবং বিক্রয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ইস্যুকৃত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বকেয়া এবং জামানত ও অবলিখন চুক্তির ক্ষেত্রে করপোরেশনের অনাদায়ী এবং সম্ভাব্য দায়ের পরিমাণ সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

(২) সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বন্ড ও ডিবেঞ্চারের (bond & debenture) আসল এবং সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর সময় সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল সেইরূপ হারে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে।

(৩) করপোরেশন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। **জমা**।—করপোরেশন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তে এবং পরিমাণে জমা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। **করপোরেশনের কার্যাবলি**।—করপোরেশনের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা: —

(ক) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে ঋণ প্রদান;

(খ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রবিধানমালা ও এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে উদ্যাক্তাদের ঋণ প্রদান:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এবং (খ) এর অধীন প্রদত্ত ঋণ বা জামানত অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইবে;

(গ) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ, যথা:—

(অ) পরিকল্পনাসহ ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা;

(আ) প্রকল্পসমূহ স্বয়ং বা কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়ন করা;

(ই) সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহাদের পরিচালনা বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করা;

(ঘ) জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য (public subscription) সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিত মূলধন ইস্যু করা, উহার অবিক্রীত (unsubscribed) অংশ, যদি থাকে, ক্রয় করা এবং অনুরূপভাবে ইস্যুকৃত মূলধনের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অবলিখন করা;

(ঙ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিপণনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(চ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;

(ছ) সংশ্লিষ্ট খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তা ও প্রযুক্তি সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;

(জ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, এককখাত ভিত্তিক (monotype) শিল্পাঞ্চল গড়িবার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিতকরণ তথা শিল্পনগরী, শিল্প পার্ক, মনোটাইপ শিল্প নগরী, হস্ত ও কুটির শিল্প পল্লী এবং হস্ত ও কুটির শিল্প জোন বাস্তবায়ন;

(ঝ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

(ঞ) নকশাকেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন;

(ট) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য বিনিয়োগ তফসিল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঠ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান এবং রুগ্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

(ড) শিল্পের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপাত্ত ব্যাংক (data bank) এবং প্রযুক্তি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত উদ্যোক্তাদের সরবরাহ;

(ঢ) শিল্প উদ্যোক্তাগণকে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে সহায়তা;

(ণ) ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন;

(ত) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত নীতিমালার আলোকে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হইতে সহায়তা প্রদান;

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

২১। **সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠন**।—(১) করপোরেশন ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানী, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

(৩) করপোরেশন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল অথবা কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ধারণ ও হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৪) করপোরেশন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মূলধন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল, দায়-দেনাসহ, কোম্পানি, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনে হস্তান্তর, স্থানান্তর, নিয়োগ আত্মীকরণ করিতে পারিবে।

(৫) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১১৬ তে উল্লিখিত কোন কিছুই করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২২। **ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের নিবন্ধন, ইত্যাদি**।—(১) কোন উদ্যোক্তা যিনি ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো বা কুটির শিল্প স্থাপন করিয়াছেন অথবা শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং করপোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি এইরূপ শিল্প নিবন্ধনের জন্য, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদান করিয়া, আবেদন করিবেন।

(২) যদি করপোরেশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী, নিবন্ধনের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করিয়াছেন তাহা হইলে নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর করিবে এবং শিল্পটি নিবন্ধন করিবে।

(৩) শিল্প নিবন্ধনের বিষয়ে করপোরেশন আবেদনকারীকে নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবে।

(৪) যদি করপোরেশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিল্পটি যে উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হইয়াছে উহার সেই অস্তিত্ব নাই, অথবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধন প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে শিল্পটি স্থাপন করা হয় নাই, তাহা হইলে করপোরেশন অনুরূপ শিল্প নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) করপোরেশন, এই ধারার অধীন নিবন্ধিত শিল্পের আবেদনের ভিত্তিতে, নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং কাঁচামালের চাহিদা;

(খ) যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং কাঁচামালের আমদানী সংক্রান্ত প্রাধিকার;

(গ) সাপ্লাইয়ারস ক্রেডিটের শর্তাবলি;

(ঘ) রয়্যালটির শর্ত, কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা ফি;

(ঙ) বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ;

(চ) করপোরেশনের ভূ-সম্পত্তি (estate) বরাদ্দকরণ।

(৬) করপোরেশন, এই ধারার অধীন নিবন্ধিত শিল্পের আবেদনের ভিত্তিতে, করপোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস এবং পয়ঃনিষ্কাশন ও টেলিফোন সুবিধাদি প্রদানে সচেষ্ট থাকিবে।

২৩। **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত করপোরেশনের চুক্তি করিবার ক্ষমতা**।—করপোরেশন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে যে, অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও কুঋণ, যদি থাকে এবং ঋণের সুদ করপোরেশন ও অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বহন করিবার শর্ত সাপেক্ষে, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা ও বিধি-বিধানের আলোকে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

**ব্যাখ্যা**।—এই ধারায় "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

২৪। **ঋণের জামানত**।—পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ঋণের বিপরীতে স্থাবর বা অস্থাবর বা অন্য কোন সম্পত্তি বা পণ্য বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইবে না।

২৫। **কর প্রদান হইতে অব্যাহতি**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, করপোরেশনকে তদ্‌কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন ভূ-সম্পত্তির জন্য অথবা এই আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পকে আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন প্রদেয় কর, অভিকর (rate) বা টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশন কর্তৃক এইরূপ অব্যাহতির প্রস্তাব পেশ না করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হইবে না।

২৬। **ঋণের উপর সুদ**।—করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদের হার, সময় সময়, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং প্রজ্ঞাপিত হইবে।

২৭। **শর্তারোপের ক্ষমতা**।—(১) ধারা ২০ এর অধীন যে কোন লেনদেনের সময়, করপোরেশন উহার স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উক্ত ঋণ, অবলেখন, চাঁদা বা অন্য যে কোন সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে করপোরেশনের একজন পরিচালক নিয়োগের শর্তে সহায়তা প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, অনুরূপ শর্ত কার্যকর হইবে।

২৮। **নিষিদ্ধ ব্যবসা**।—করপোরেশন—

(ক) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান ব্যতীত কোন জমা গ্রহণ করিবে না; অথবা

(খ) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত, সীমাবদ্ধ দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে এইরূপ কোন কোম্পানির শেয়ার বা স্টক সরাসরি ক্রয় করিবে না।

২৯। **বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান**।—করপোরেশন কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ বা অনুদান মঞ্জুরের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কোন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দাতা সংস্থা অথবা অন্য কোন উৎস হইতে অনুরূপ মুদ্রায় ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত সংস্থা বা ঋণদাতাকে বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ এবং অনুদানের বিপরীতে করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ জামানত হিসাবে পণ (Pledged), বন্ধক (mortgaged), দায়বদ্ধকরণ (hypothecate) বা স্বত্বনিয়োগ (assigned) করিতে পারিবে।

৩০। **সমুদয় অর্থ তাৎক্ষণিক পরিশোধের দাবি করিবার ক্ষমতা**।—(১) চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, বোর্ড বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, ঋণ বা উহার অধীন প্রদেয় সুদ সংক্রান্ত ঋণের অপরিশোধিত সম্পূর্ণ অর্থ অথবা উহার অংশবিশেষ পরিশোধ করিবার জন্য অথবা করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পালনের জন্য ঋণগ্রহীতাকে নিম্নবর্ণিত কারণে বা ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর;

(খ) ঋণগ্রহীতা করপোরেশনের সহিত সম্পাদিত ঋণচুক্তির কোন শর্ত ভংগ করিয়াছেন;

(গ) যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল তদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঋণ বা উহার অংশবিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছে;

(ঘ) যুক্তিসংগতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইবেন বা অবসায়িত হইয়া যাইবেন (go into liquidation);

(ঙ) ঋণগ্রহীতা যদি করপোরেশনের নিকট জামানত হিসাবে পণ, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ, স্বত্বনিয়োজিত সম্পত্তি সঠিক অবস্থায় না রাখেন অথবা নির্ধারিত হারের চাইতে অধিক হারে বন্ধকী সম্পত্তি অবচয় ধরা হইয়া থাকে এবং ঋণগ্রহীতা করপোরেশনের সন্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত জামানত প্রদানে ব্যর্থ হন;

(চ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে, ঋণের জামানত হিসাবে বন্ধক রাখা গৃহ, ভূমি বা অন্য সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করা হয়;

(ছ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন না করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম অপসারণ করা হয়; বা

(জ) করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে বোর্ড যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ অন্য কোন কারণ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বা প্রদত্ত নির্দেশনা পালনের নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ থাকিবে এবং এই মর্মে আরও সতর্কতাসূচক বাণী থাকিবে যে, যদি ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডের নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ড ঋণগ্রহীতাকে ঋণখেলাপী হিসাবে ঘোষণা করিয়া একটি সনদ (certificate) প্রদান করিবে এবং উহা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩১। **আদায়যোগ্য অর্থের প্রত্যয়ন**।—(১) যদি ঋণগ্রহীতা, ধারা ৩০ এর অধীন নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করিতে, অথবা দাবিকৃত দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষণাপূর্বক, এবং সনদ ইস্যুর তারিখে বা সনদের তারিখ পর্যন্ত করপোরেশনকে সুদসহ প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ এবং সুদের হার উল্লেখপূর্বক একটি সনদ ইস্যু করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সনদ এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে যে, প্রত্যায়িত অর্থ করপোরেশন কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে আদায়যোগ্য ছিল এবং উক্ত অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে অবিলম্বে আদায় করা হইবে।

(৩) ঋণগ্রহীতা উপ-ধারা (১) এর অধীন ইস্যুকৃত সনদের বিরুদ্ধে উক্ত সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং সরকার ইস্যুকৃত সনদ বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবে।

৩২। **করপোরেশনের দাবি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান**।—(১) আপাতাত বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে করপোরেশন ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের কারণে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে করপোরেশন ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়, অথবা ঋণগ্রহীতা মেয়াদ পূর্তির পর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, অথবা ধারা ৩১ এর অধীন সনদ প্রদান করা হয় এবং উহা ঋণগ্রহীতার বিপক্ষে কার্যকর থাকে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঋণ নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিলটি নিষ্পত্তি না হইলে করপোরেশনের একজন কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোর্ট ফি পরিশোধপূর্বক যে কোন উপযুক্ত আদালত বরাবরে যাহার এখতিয়ারাধীন যে এলাকায় ঋণগ্রহীতার বাড়ি অথবা বন্ধকী শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত অথবা, স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন বন্ধকী সম্পত্তি যে এলাকায় অবস্থিত, অথবা করপোরেশনের যে শাখা অফিস হইতে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে উহা যেই এলাকায় অবস্থিত, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সহায়তার জন্য আবেদন করিবেন, যথা:—

(ক) পণ, বন্ধক, স্বত্বনিয়োগ বা ঋণের জামানত হিসাবে করপোরেশনের নিকট বন্ধকী সম্পত্তি অথবা তাহার জামানত বা উভয়কে যাহা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে পাওনা আদায়ে যথেষ্ট, এবং উহা বিক্রয়ের আদেশ; বা

(খ) প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা করপোরেশনে হস্তান্তর; বা

(গ) দফা (ক) তে উল্লিখিত সম্পত্তি বদল, হস্তান্তর, অথবা বিক্রয়ের উপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদনপত্রে করপোরেশনের নিকট ঋণগ্রহীতার দায়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি, যে পেক্ষাপটে উহা প্রদান করা হইয়াছে এবং এইরূপ অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) অথবা দফা (গ) তে উল্লিখিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা ঋণগ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি বা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি অথবা উভয়কে সম্পত্তি, যাহা আদালত করপোরেশনের পাওনা আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিবে, উহা করপোরেশনের অনুমতি ব্যতীত ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারী কর্তৃক বদল, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করিবে অথবা নিষেধাজ্ঞাবিহীন আদেশ জারি করিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ বর্ণিত সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত ঋণগ্রহীতা বা তাহার নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা উভয়কে সম্পত্তি হস্তান্তর, স্থানান্তর অথবা বিক্রয় করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবে এবং ঋণগ্রহীতা অথবা নিশ্চয়তা প্রদানকারীকে, কেন বন্ধকী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে তারিখ নির্ধারণপূর্বক কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) বা (৫) এর অধীন আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আদেশ প্রদানকালে আদালতে ঋণগ্রহীতা অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার জামানত প্রদানকারীকে বা উভয়কে আদেশের কপিসহ নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ যাহা উপ-ধারা (৪) এর অধীন আদেশ প্রদানকালে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কেন অন্তর্বর্তীকালীন ক্রোকের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করা হইবে না তদমর্মে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৫) এবং (৭) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা উহার পূর্বে কারণ দর্শানো না হইলে আদালতে বন্ধকী প্রতিষ্ঠান করপোরেশনের নিকট হস্তান্তর অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদান করিবে অথবা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ কার্যকর করিবে।

(৯) উপ-ধারা (৫) বা (৭) এর বিধান অনুসারে কারণ দর্শানো হইলে আদালত করপোরেশনের দাবি তদন্তে অগ্রসর হইবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন তদন্ত শেষে আদালত নিম্নরূপ যে কোন আদেশ প্রদান করিবে, যথা:—

(ক) বন্ধকী সম্পত্তি আটকের আদেশ অনুমোদন অথবা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ প্রদান;

(খ) ক্রোকী সম্পত্তির অংশবিশেষ অবমুক্ত করিবার জন্য ক্রোকের আদেশ পরিবর্তন এবং অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের নির্দেশনা প্রদান;

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক হইতে অবমুক্ত করা; বা

(ঘ) নিষেধাজ্ঞার আদেশ অনুমোদন বা রদকরণ:

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য আদালত যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ মামলার খরচ ভাগ করিয়া দিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, করপোরেশন যদি আদালতকে এই মর্মে অবগত না করে যে, বন্ধকী কোন সম্পত্তি আটক করিবার জন্য আপিল দায়ের করা হইবে না, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশ উপ-ধারা (১২) তে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আপিল দায়ের করা হইলে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন আদেশ প্রদান কার্যকর হইবে না।

(১১) এই ধারার অধীন ক্রোক বা সম্পত্তির বিক্রয়ের আদেশ, যতদূর সম্ভব, Code of Civil Procedure 1908 (Act No. V of 1908) এর ক্রোক বা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এইরূপভাবে কার্যকর হইবে যেন করপোরেশন স্বয়ং ডিক্রিহোল্ডার।

(১২) উপ-ধারা (৮) বা (১০) দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ আদেশ জারির ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগণের শুনানি গ্রহণের পর, হাইকোর্ট যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। **Act No. XVIII of 1891 এর প্রযোজ্যতা**।—Bankers' Book Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আইনে ব্যাংক অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে করপোরেশন একটি ব্যাংক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪। **তহবিল**।—(১) করপোরেশনের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) করপোরেশনের সেবার মাধ্যমে অর্জিত আয়;

(খ) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা বা অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক মঞ্জুরী।

(৩) তহবিল হইতে করপোরেশনের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হইবে।

৩৫। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) করপোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন ২ (দুই) জন নিরীক্ষক, যাহারা Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) অনুযায়ী চার্টার্ড একাউনটেন্ট হিসাবে অভিহিত, কর্তৃক করপোরেশনের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে করপোরেশনের বার্ষিক স্থিতিপত্র এবং অন্যান্য হিসাবের একটি কপি সরবরাহ করা হইবে এবং তাহারা ব্যাংকের সকল হিসাব, রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, রসিদ ও অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশনের চেয়ারম্যান, যে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ এই ধারার অধীন কৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে উল্লেখ করিবেন যে, তাহাদের মতে বার্ষিক স্থিতিপত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে এবং উহা যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা করপোরেশনের কার্যাবলির প্রকৃত ও সঠিক চিত্র প্রদর্শন করে এবং এইক্ষেত্রে তাহারা করপোরেশনের নিকট হইতে কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য যাচনা করিলে, উহা সরবরাহ করা হইয়াছে কিনা ও তাহা সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন।

(৫) সরকার এবং করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি অথবা করপোরেশনের কার্যাবলি নিরীক্ষণ পদ্ধতির পর্যাপ্ততার উপর প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য সরকার নিরীক্ষকদের প্রতি, সময়ে সময়ে, নির্দেশ জারি করিতে পারিবে এবং যে কোন সময় নিরীক্ষণের পরিধি বিস্তৃত বা সম্প্রসারণ করিতে পারিবে অথবা নিরীক্ষণে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা নিরীক্ষক কিংবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সরকারের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ধরনের পরিবীক্ষণ করিতে পারিবে।

(৬) করপোরেশন এবং প্রত্যেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হইবে।

৩৬। **রিটার্ন**।—(১) করপোরেশন এবং ইহার প্রত্যেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর ইহাদের নিরীক্ষিত বাৎসরিক প্রতিবেদন করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে এবং এই সকল বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) করপোরেশন নির্ধারিত ফরমে, আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার দুই মাসের মধ্যে, উহার সম্পত্তি ও দায়ের একটি নিরীক্ষিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

৩৭। **করপোরেশনের অবসায়ন**।—করপোরেশনের অবসায়নের ক্ষেত্রে, কোম্পানি বা করপোরেশন অবসায়ন সম্পর্কিত কোন আইনের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত, করপোরেশনের অবসায়ন হইব না।

৩৮। **পরিচালকগণের দায়মুক্তি**।—(১) প্রত্যেক পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনকালে, ইচ্ছাকৃত কার্য ব্যতীত, তদকর্তৃক সংঘটিত সকল ক্ষতি ও ব্যয়ের জন্য দায়মুক্ত থাকিবেন।

(২) একজন পরিচালক অন্য কোন পরিচালক অথবা করপোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কার্যের জন্য, করপোরেশনের পক্ষে গৃহীত বা অর্জিত জামানত বা বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা বা স্বত্বের অপর্যাপ্ততা বা অবমূল্যায়নের কারণে অথবা করপোরেশনের নিকট দায়ী ব্যক্তির ত্রুটির কারণে, অথবা সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কার্যের জন্য করপোরেশনের ক্ষতি বা ব্যয় হইয়া থাকিলে, তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

৩৯। **আনুগত্য ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা**।—করপোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

৪০। **জনসেবক**।—করপোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক, পরামর্শক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইনের বিধানাবলির অধীন কার্যসম্পাদনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর ধারা ২১ এ Public Servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public Servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪১। **অপরাধ**।—(১) কোন ব্যক্তি, করপোরেশন বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ প্রাপ্তি অথবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণী প্রদান করিলে, অথবা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবরণী ব্যবহার করিলে, অথবা করপোরেশনকে যে কোন প্রকারে মিথ্যা প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিলে, তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, করপোরেশন বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডের সদস্য বা কোন কমিটির সদস্য হইয়া নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করিলে বা ব্যবহার করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক করপোরেশন বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করিলে, তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন আদালত, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ডের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

৪২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা যাইবে—

(ক) সাধারণ সভা আহ্বানের পদ্ধতি, উহাতে অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি;

(খ) বোর্ডের সভা আহ্বান, সভায় উপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক এবং কার্য পরিচালনা;

(গ) করপোরেশন কর্তৃক বণ্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং পুনঃক্রয়ের (Redemption) পদ্ধতি ও শর্ত;

(ঘ) করপোরেশন কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীর পদ্ধতি;

(ঙ) ধারা ২৪ এর অধীন গৃহীত জামানতের পর্যাপ্ততা নিরূপণের ফরম ও পদ্ধতি;

(চ) করপোরেশন কর্তৃক বিদেশী দাতাদের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রায়ঋণ ও অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি এবং শর্ত;

(ছ) এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় রিটার্ণ ও বিবরণীর ফরম;

(জ) করপোরেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং এজেন্টদের চাকরির শর্ত ও কর্তব্য;

(ঝ) ঋণের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে বোর্ডের পরিচালক কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করপোরেশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রকাশ করা;

(ঞ) করপোরেশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ভংগের কারণে কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ;

(ট) নির্ধারিত ফরমে করপোরেশন এবং ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতকরণ এবং নির্ধারিত তারিখে পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রেরণ এবং উহা অনুমোদনের জন্য সরকার বরাবরে পেশ করা; এবং

(ঠ) সাধারণত করপোরেশনের কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা।

৪৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act XVII of 1957) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Act এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation এর—

(ক) সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি ও অধিকার করপোরেশনের সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, প্রকল্প এবং দাবি ও অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে করপোরেশনের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত কোন মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সুচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন করপোরেশনের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(ঘ) সকল চুক্তি, দলিল, বণ্ড, সম্মতি, আমমোক্তারনামা ও বৈধ প্রতিনিধি অনুমোদন যাহাতে উক্ত করপোরেশন একটি পক্ষ ছিল, করপোরেশনের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন উহাতে করপোরেশনের একটি পক্ষ ছিল এবং করপোরেশনের অনুকূলেই উহা ইস্যু করা হইয়াছিল;

(ঙ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা বা ইনস্টুমেন্ট, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নূতনভাবে প্রণীত বা জারি না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেতমত, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পূর্বের ন্যায় এমনভাবে চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বা জারি ইহয়াছে;

(চ) বিদ্যমান বোর্ড, কমিটি, কারিগরি কমিটি অথবা অন্যান্য কমিটি বা উপ-কমিটি, যদি থাকে, এর কার্যক্রম, বিদ্যমান মেয়াদ অবসানের পূর্বে বিলুপ্ত করা না হইলে, এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত বোর্ড, কমিটি বা কারিগরি কমিটি এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে;

(ছ) চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ, বিদ্যমান মেয়াদের পূর্বে অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে, করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে স্ব স্ব পদে এমনভাবে বহাল থাকিবেন যেন তাহারা এই আইনের অধীন নিযুক্ত হইয়াছেন;

(জ) অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয়ের, যে নামে ও স্থানেই প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত হউক না কেন, কার্যক্রম এই আইনের অধীন করপোরেশনের অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, এমনভাবে কার্যকর ও অব্যাহত থাকিবে যেন উহারা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত হইয়াছে; এবং

(ঝ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে করপোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

# উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশ ক্ষুত্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সরকারের পক্ষে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের ভিত্তি গড়ে তুলেছে। বিসিকের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৪টি শিল্পনগরী গড় উঠেছে। শিল্পনগরীগুলোতে ৫৭১৪টি শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রায় ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও বিসিকের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে শিল্পনগরীগুলোর বাইরে এ পর্যন্ত প্রায় ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এর ফলে আরো প্রায় ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে স্থাপিত অনেক ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কালক্রমে মাঝারি শিল্পে পরিণত হয়েছে এবং ক্ষুদ্র শিল্প থেকে মাঝারি শিল্পে পরিণত হওয়ার এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

০২। বিদ্যমান বিসিক আইনে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সহায়তাদানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এর পাশাপাশি মাজারি ও মাইক্রো শিল্পসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এগুলোর উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (সংশোধন) আইন ২০১৪ এর খসড়া প্রণয়নপূক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উহা কতিপয় পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। এছাড়া ইংরেজিতে প্রণীত 'The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1947' শীর্ষক মূল আইনটি অদ্যাবধি বলবৎ রয়েছে। ইংরেজিতে প্রণীত এবং ২০০৭ সালে পর্যন্ত সংশোধিত উক্ত আইনের বাংলা পাঠ 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ১৯৫৭' শিরোনামে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৯ জুলাই ২০০৮ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মূল আইনটি ইংরেজিতে রয়ে গিয়েছে। সুতরাং প্রস্তাবিত সংশোধনসমূহের আলোকে বাংলা ভাষায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনের খসড়া প্রণয়ন করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণক্রমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা যথাযথ হবে মর্মে মন্ত্রিসভা বৈঠকে আলোচনা হয়।

০৩। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত সংশোধনসমূহের আলোকে বাংলা ভাষায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ২০১৬" এর খসড়া প্রণয়ন করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণক্রমে মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রেরণ করা হলে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উহা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বর্ণিত বিলটি ভেটিং এর জন লেজেসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ গত ২০ মে ২০১৬ তারিখে বিলটিতে ভেটিং প্রদান করে।

০৪। ইংরেজিতে প্রণীত Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) শীর্ষক মূল আইনটি রহিতক্রমে ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও মাইক্রো শিল্পসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এগুলো উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ২১০৬" আইনটি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

০৫। বর্ণিতাবস্থায়, "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন আইন, ২০১৬" বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

**আমির হোসেন আমু**
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

---

**ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার**
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd